মিউজিক থেরাপি রোগ ও মানসিক যন্ত্রনা কমায়
দ্বিতীয় পাতায়...
আবাস যোজনায় দুর্নীতির প্রতিবাদে গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধানকে ডেপুটেশন বিজেপি'র
তৃতীয় পাতায়...
গাইঘাটা হাই স্কুলের ৭৫ তম বর্ষপূর্তি উৎসবে নানা অনুষ্ঠান
চতুর্থ পাতায়...

স্থানীয় নির্ভিক সাপ্তাহিক সংবাদপত্র

সার্বভৌম সমাচার

RNI Regn. No. WBBEN/2017/75065 ❑ Postal Regn No.- Brs/135/2020-2022 ❑ Vol. 6 ❑ Issue 42 ❑ 05 Jan., 2023 ❑ Weekly ❑ Thursday ❑ ₹ 2

নতুন সাজে সবার মাঝে
শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত
ALANKAR
অলঙ্কার
সরকার অনুমোদিত ২২/২২ ক্যারেট K.D.M সোনার গহনা নির্মাতা ও বিক্রেতা
যশোহর রোড • বনগাঁ
M : 9733901247

পাচারকারী দুষ্কৃতীদের গ্রেপ্তারের দাবিতে রাস্তা অবরোধ, বিক্ষোভ কৃষকদের

প্রতিনিধি : পাচারকারীদের দৌরাত্ম্যে নষ্ট হচ্ছে সীমান্ত গ্রামের খেতের ফসল। প্রতিবাদ করায় গ্রামের কৃষকদের ১০ থেকে ১৫ বিঘা জমির ফসল নষ্ট করেছে পাচারকারিরা। প্রশাসনের কাছে অভিযোগ

জানিও গ্রেফতার করা হচ্ছে না দুষ্কৃতীদের। এমনই অভিযোগে পাচারকারী দুষ্কৃতীদের গ্রেপ্তারের দাবিতে থানার সামনে রাস্তা অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখালো শ'দুয়েক কৃষক পরিবারের সদস্যরা। শুক্রবার বেলা বারোটা থেকে এই অবরোধের ঘটনাটি ঘটে বনগাঁ বাগদা সড়কের হেলেঞ্চা বাজারের বাগদা থানার সামনে। কৃষকেরা টোকা মাথায় দিয়ে পোস্টার হাতে নিয়ে সড়কের উপর বসে পড়েন।

সীমান্তের একদিকে বিএসএফ রয়েছে, আরেক দিকে পুলিশ। তার মধ্যে থেকেও কিভাবে পাচারকারীদের দৌরাত্ম বাড়ছে এলাকায়, তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন বাসিন্দারা। প্রায় ঘন্টা খানিক অবরোধের ফলে ব্যাপক যানজটের সৃষ্টি হয় সড়কে। পরে বাগদা থানার পুলিশের আশ্বাসে অবরোধ ওঠে।

অবরোধকারীরা জানিয়েছেন, "বাগদা এলাকার ভারত বাংলাদেশ সীমান্তের জিতপুর, কাশিপুর, কোলা গ্রামের বেশিরভাগ মানুষই কৃষি কাজের সঙ্গে যুক্ত। তাদের নিজস্ব জমিতে পেঁপে, কলা, সরষে সহ একাধিক ফসলের চাষ করেছে এবার। অভিযোগ, সম্প্রতি ওই গ্রামগুলি দিয়ে পাচারকারীদের দৌরাত্ম বেড়েছে। রাতের অন্ধকারে তারা খেতের ফসল নষ্ট করে কালো বাজারের কারবার চালাচ্ছে। প্রশাসনের একাংশের মদতেই চলছে এই কারবার।

গ্রামবাসীরা জানিয়েছেন, পুলিশকে জানিয়েও পাচার বন্ধ না হওয়ায় আমরা নিজেরাই উদ্যোগ নিয়ে পাচারকারীদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করি। এরপরেই তারা আক্রোশে দিন চারেক আগে এলাকার প্রায় ১০ থেকে ১৫ বিঘা জমির ফসল নষ্ট করে দেয়। থানায় এবং বিডিও অফিসে আমরা অভিযোগ জানাই। দুষ্কৃতীরা আজও ধরা পড়েনি। যতক্ষণ না দুষ্কৃতীরা গ্রেফতার হচ্ছে আমরা আন্দোলন চালিয়ে যাব।

জিৎপুরের বাসিন্দা সমীরণ মজুমদার, সুব্রত রায়, গৌতম মন্ডলরা বলেন, "পাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করায় জমির ফসল নষ্ট করে ঘুরে বেড়াচ্ছে দুষ্কৃতীরা।

তৃতীয় পাতায়...

কংগ্রেস নেতার অকাল প্রয়াণ

সার্বভৌম সমাচার ঃ মাত্র ৪২ বছর বয়সেই না ফেরার দেশে চলে গেলেন বনগাঁর কংগ্রেস নেতা মৃত্যুঞ্জয় ভট্টাচার্য। সোমবার সন্ধ্যায় হঠাৎই হৃদরোগে আক্রান্ত হন তিনি এবং বাড়িতে তার মৃত্যু হয়। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৪২ বছর। মৃত্যুঞ্জয়বাবু অত্যন্ত হাসিখুশি ও বন্ধুবৎসল মানুষ ছিলেন। তিনি বনগাঁ লোকসভা এলাকার প্রাক্তণ ছাত্রপরিষদ সভাপতি ও যুব কংগ্রেস নেতা ছিলেন। তাঁর অকাল প্রয়াণে দলের অপূরণীয় ক্ষতি হলো বলে মনে করা হচ্ছে।

এদিন প্রথমে তাঁর মরদেহ নিয়ে বনগাঁ কংগ্রেস কার্যালয়ে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে দলের নেতৃবৃন্দ ও কর্মীগণ তাঁর মরদেহে মাল্যদান করে শেষ শ্রদ্ধা জানান। দলের পতাকায় ঢাকা তাঁর মরদেহ বনগাঁ ভূপেন্দ্রনাথ শেঠ মহা শ্মশানে নিয়ে যান তাঁর প্রিয়জনেরা। তাঁর স্মরণে দলীয় পতাকা অর্ধনমিত রাখা হয় এবং সমস্ত দলীয় কর্মসূচী বন্ধ রাখা হয়। তাঁর অকাল প্রয়াণে বনগাঁর সর্বস্তরের মানুষ শোক প্রকাশ করেছেন।

হাসপাতাল চত্তরে চালু হল মা ক্যান্টিন, মহিলাদের আর্তপরিজন নিবাস, খুশি রোগীর পরিজনেরা

প্রতিনিধি : বনগাঁ মহকুমা হাসপাতালে দৈনিক কয়েকশো রোগী দূরদূরান্ত থেকে এসে ভর্তি হয়। এবার সেই রোগীর পরজনদের থাকা ও খাওয়ার জন্য উদ্যোগ নিল বনগাঁ পৌরসভা। বৃহস্পতিবার হাসপাতাল চত্বরে উদ্বোধন হলো মা ক্যান্টিন ও মহিলাদের রাতে থাকার জন্য আর্ত-পরিজন নিবাস।

বনগাঁ পৌরসভার চেয়ারম্যান গোপাল শেঠ বলেন "রোগীর পরিজনদের জন্য পৌরসভার তত্ত্বাবধানে আজ থেকে চালুহল 'মা ক্যান্টিন ' এবং মহিলাদের আর্তপরিজন নিবাস। যেসব মহিলারা রাতের বেলায় বনগাঁ মহকুমা হাসপাতালে রোগী ভর্তির কারণে রাত্রি যাপন করেন শুধুমাত্র সেই মহিলাদের ক্ষেত্রেই এই নিবাসের ব্যবস্থা করা হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রীর স্বপ্নের প্রকল্প মা ক্যান্টিনের মাধ্যমে রোগীর পরিজনেরা ৫ টাকায় মা ক্যান্টিন থেকে পেট ভরে খাবার খেতে পারবেন।"

বনগাঁ পৌরসভা সূত্রে জানা গিয়েছে, পৌরসভা পরিচালিত এই মা ক্যান্টিন ও আর্তপরিজন নিবাসটি সম্পূর্ণ মহিলা দ্বারা পরিচালিত হবে। ৩০ টাকা ফি লাগবে নিবাসে থাকার জন্য। যে সমস্ত রোগীরা হাসপাতালে ভর্তি থাকবেন, তাদের পরিবারের মহিলারা উপযুক্ত নথিপত্র প্রমাণ দিয়ে এই নিবাসে রাত্রি যাপন করতে পারবেন।

বনগাঁ মহকুমার কয়েক লক্ষ মানুষের জরুরি প্রয়োজনে বনগাঁ মহকুমা হাসপাতালই একমাত্র ভরসা। বনগাঁ বাগদা গাইঘাটা সহ নদীয়া থেকেও বহু রোগী এই হাসপাতালে ভর্তি হয়। হাসপাতালের পক্ষ থেকে রোগীর পরিজনদের বিশ্রাম

তৃতীয় পাতায়...

চাঁদপাড়া ঢাকুরিয়া হাই স্কুলের ৬ জন পড়ুয়া নেট উত্তীর্ণ

নীরেশ ভৌমিক ঃ নেট- ২০২২ এ উত্তীর্ণ হয়েছে চাঁদপাড়ার ঢাকুরিয়া হাই স্কুলের ৬ জন ছাত্র। এই অভূতপূর্ব সাফল্যের জন্য অতিশয় খুশি বিদ্যালয়ের সকল শিক্ষক ও শিক্ষার্থীগণ, এই বিরাট সাফল্যের অন্যতম অধিকারী অনিশ কুন্ডু, মালদা মেডিক্যাল কলেজ, রাহুল সরকার জে.এন.এম. হসপিটাল, সৈকতবরণ সরকার ঝাড়গ্রাম মেডিক্যাল কলেজে, অর্ক বিশ্বাস, সাগর দত্ত হাসপাতাল, পুনীত বিশ্বাস মালদা মেডিক্যাল কলেজ ও সৌম্যদীপ দত্ত কলকাতার ন্যাশনাল মেডিক্যাল কলেজ এন্ড হসপিটালে ইতিমধ্যেই ভর্ত্তি হয়েছে।

বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ড.অনুপম দে জানান, বিদ্যালয়ের ছাত্রদের এই গৌরবময় কৃতিত্ব বিদ্যালয়ের বর্তমান শিক্ষার্থীদের অনুপ্রেরণা যোগাবে। বিদ্যালয়ের সকল

তৃতীয় পাতায়...

শান্তির পরিবেশ তৈরি হলেই সিএএ লাগু হবে এ রাজ্যে— দাবি বিজেপি বিধায়কের

প্রতিনিধি : এ রাজ্যে আগুন জ্বালাতে পারবে না। শান্তির পরিবেশ ফিরলেই সিএএ দ্রুত লাগু করা হবে বলে দাবি করলেন হরিণঘাটার বিজেপি বিধায়ক অসীম সরকার। সোমবার তিনি গোপালনগরের পাল্লায় এসেছিলেন একটি অনুষ্ঠানে যোগ দিতে। অসীম বাবু বলেন, "খুব তাড়াতাড়ি সিএএ লাগু করা হবে। সেই পরিবেশ তৈরি করা হচ্ছে।"

এদিনের অনুষ্ঠানে বিজেপির কয়েকজন বিধায়ক ও রানাঘাটের সাংসদও সেখানে উপস্থিত ছিলেন। বনগাঁ দক্ষিণের বিধায়ক স্বপন মজুমদারের বাড়িতে বিশেষ বৈঠক করেন তাঁরা। অনুষ্ঠানে যোগদান করে স্বপন মজুমদার বলেন, 'বিজেপি অনেক দিন আগে থেকেই ওপার বাংলা থেকে আসা উদ্বাস্তুদের নাগরিকত্ব দেওয়ার কথা বিজেপির এজেন্ডা। এদিন স্বপন মজুমদার তৃণমূল নেতাদের রক্তখেগো বলে উল্লেখ করেন। তাঁর কথায় 'মানুষ পাশ থেকে সরে গিয়েছে বলে তৃণমূল মানুষ খুন করছে। বিজেপি বিধায়কের সমালোচনা করে বনগাঁ সাংগঠনিক জেলার তৃণমূল সভাপতি বিশ্বজিৎ দাস বলেন, "বিজেপি নেতাদের মধ্যে অশ্লীল ভাষা বলার প্রতিযোগিতা শুরু হয়েছে। মানুষ পাশে নেই, উন্নয়ন করেনা, ওদের মতিভ্রম হয়েছে। এসব কথার উত্তর মানুষ ওদের পঞ্চায়েত ভোটে দিয়ে দেবে।"

দলীয় ফ্লেক্স খোলার অভিযোগ

নীরেশ ভৌমিক ঃ দলের সর্বভারতীয় নেতা রাহুল গান্ধীর নেতৃত্বে সারা দেশ জুড়ে চলছে জাতীয় কংগেসের ভারত জোড়ো যাত্রা।

এ রাজ্যেও প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি অধীর চৌধুরীর উদ্যোগে গত ২৮ ডিসেম্বর থেকে শুরু হয়েছে সাগর থেকে পাহাড় অবধি পদযাত্রা। আগামী ৯ জানয়ারি মধ্যমগ্রাম থেকে আমডাঙা পর্যন্ত যাত্রায় সামিল হবেন এই জেলার কংগ্রেস নেতা ও কর্মীগণ।

এই পদযাত্রা উপলক্ষে গাইঘাটা ব্লাকের বিভিন্ন অঞ্চলে বনগাঁ দক্ষিণ বিধানসভার নেতৃত্ব ব্লক সভাপতি এ্যাডভোকেট পার্থপ্রতিম রায়ের উদ্যোগে প্রচার ফ্লেক্স লাগানো হয়। কিন্তু ডুমা ও চাঁদপাড়া অঞ্চলে লাগানো ফ্লেক্সগুলি রাতের অন্ধকারে কে বা কারা খুলে নিয়ে যায় বলে অভিযোগ। ব্লক সভাপতি পার্থবাবু জানান, চাঁদপাড়া বাজারে যেদিন ফ্লেক্স লাগানো হয় সেই রাতেই ফ্লেক্সগুলো গায়েব হয়ে যায়।

এসব ব্যবহারের জন্য চুরি করা নয়, হিংসা বশতঃ রাতের অন্ধকারে দুস্কৃতী দল ফ্লেক্সগুলো খুলে নিয়ে গেছে বলে কংগ্রেস নেতৃত্বের ধারণা। ফ্লেক্স খোলার ঘটনার কথা জানিয়ে গাইঘাটা থানায় অভিযোদ জানানো হয়েছে বলে পার্থবাবু আরোও জানান।

Behag Overseas
Complete Logistic Solution
(MOVERS WHO CARE)
MSME Code UAM No.WB10E0038805
ROAD - RAIL - BARGE - SEA - AIR
CUSTOMS CLEARANCE IN INDIA
Head Office : 48, Ezra Street, Giria Trade Centre,
5th Floor, Room No : 505, Kolkata - 700001
Phone No. : 033-40648534
9330971307 / 8348782190
Email : info@behagoverseas.com
petrapole@behagoverseas.com
BRANCHES : KOLKATA, HALDIA, PETRAPOLE, GOJADANGA, RANAGHAT RS., CHANGRABANDHA, JAIGAON, CHAMURCHI, LUKSAN, HALDIBARI RS, HILI, FULBARI

স্থানীয় নির্ভিক সাপ্তাহিক সংবাদপত্র
সার্বভৌম সমাচার
বর্ষ ০৬ ❐ সংখ্যা ৪২ ❐ ০৫ জানুয়ারী, ২০২৩ ❐ বৃহস্পতিবার

চিনকে তটস্থ রাখা করোনার উপপ্রজাতির সন্ধান ভারতে, কতটা প্রস্তুত স্বাস্থ্য মন্ত্রক?

সামনে উৎসবের মরশুম, নতুন ইংরেজি বছর। ইংরেজি নববর্ষে (New Year) নতুন করে শুরু করতে কোমর বাঁধছে বিশ্ব। পিছিয়ে নেই ভারতও। বড়দিন (X-Mas Day) এবং বছরের শেষদিনকে উপভোগ করেছে। কিন্তু চিনে করোনা সংক্রমণের (Corona Infection) বিস্ফোরণ নতুন করে ভয় ধরাচ্ছে স্বাস্থ্য মন্ত্রকের অন্দরে। যদিও তারা ধীরে সুস্থে পা ফেলতে নজরদারি চালাচ্ছে। কিন্তু সূত্রের খবর, করোনা ভাইরাসের যে নতুন উপরূপ চিনে মাথাচাড়া দিয়েছে, তার খোঁজ মিলেছে ভারতেও।

ইতিমধ্যে ৪ জনের দেহে করোনার ওই নতুন উপরূপের খোঁজ মিলেছে। যার নাম দেওয়া হয়েছে ওমিক্রন বিএফ.৭। জানা গিয়েছে, আক্রান্তরা গুজরাত এবং ওড়িশার বাসিন্দা। চিনে নতুন করে করোনার বাড়বাড়ন্তে কড়া কোভিড বিধি জিংপিংয়ের দেশে। কড়াকড়ি এতটাই যে, সরকার- বিরোধী আন্দোলন শুরু হয়েছে চিনে।

এদিকে জানা গিয়েছে, ভারতে Omicron BF-7-র প্রথম আক্রান্তের খোঁজ মেলে অক্টোবরে। গুজরাতের বায়োটেকনোলজি রিসার্চ সেন্টারে ধরা পড়ে ওই উপরূপ। এর পরে গুজরাতেই আরও এক আক্রান্তের সন্ধান পাওয়া যায়। এ ছাড়া, ওড়িশায় দু'জনের দেহে মেলে করোনার নতুন উপরূপের হদিস। এই অবস্থায় এখনই যাতে আতঙ্কের পরিবেশ তৈরী না হয়, এমনটাই পরামর্শ স্বাস্থ্য মন্ত্রকের থেকে এসেছে।

আজ আর চিঠি আসে না

নির্মল বিশ্বাস

ভারতে প্রথম ডাকঘর স্থাপিত হয় এই বঙ্গের মেদিনীপুরের খেঁজুরি বন্দরে। সময়টা ছিল ১৭৭২ সালে। আর প্রথম ডাকটিকিট তৈরি হয় রানি ভিক্টোরিয়ার স্মারক মডেল থেকে। এক সময় চিঠি ছিল মনের কথার আদান-প্রদনের মাধ্যম। তখন পিওনদেরও আলদা খাতির ছিল।

তবে প্রথম চিঠি কে কবে কাকে লিখেছেন তার কোনও তথ্য প্রামাণ্য দলিল নেই। তবে অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থানের পাশাপাশি মানুষ তাঁর মনের ভাব প্রকাশ করা প্রয়োজন এমনটা অনুভব করেন। সেই সূত্রে আবিস্কার হয় ভাষা ও অক্ষর। আর এই অক্ষরের হাত ধরে মানুষের প্রতিনিধি হয়ে দূরের স্বজনের কাছে পৌঁছে যায় মনের বার্তা। এর থেকেই এক পরমাশ্চর্য মাধ্যম চিঠির জন্ম হয়।

চিঠি প্রসঙ্গে কবিগুরু এক জায়গায় লিখেছেন, 'যাঁরা ভালো চিঠি লেখেন, তারা মনের জানালার ধারে বসে লেখেন, আলাপ করে যায়— তার কোনো ভার নেই। বেগ নেই, স্রোত আছে। এইসব চলতি ঘটনার পরে লেখকের বিশেষ অনুরাগ থাকা চাই। তাহলে কথাগুলি পতঙ্গের মতো হালকা পাখা মেলে হাওয়ার উপর দিয়ে নেচে যায়।' কবিগুরু সাত হাজারেরও বেশি চিঠি লিখেছেন। সেই (মুদ্রিত : পত্রাবলী) চিঠির গহন অরণ্যে একবার প্রবেশ করলে হারিয়ে যেতে হবে নিশ্চয়ই।

আবার 'পথের পাঁচালি'-র স্রষ্ঠা বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর রচিত 'পথের পাঁচালি'-তে এক জায়গায় লিখেছেন, 'অপু লেটারবক্সের সামনে দাঁড়িয়ে ভীষণ টেনশনে ভুগত। চিঠি ফেলবে কিনা ভাবতে ভাবতে সময় কেটে যেত। অপু ভাবতো সব চিঠি অসম্পূর্ণ। হয়তো আরও কিছু লেখার ছিল।'

আবার এমন কিছু চিঠি আছে যা ডাকবাক্স পর্যন্ত পৌঁছায় না। সে সব চিঠি শহরে এ ছাদ থেকে অন্য ছাদে ক্ষেপনাস্ত্রের মতো ছুড়ে পৌঁছে দেওয়া হতো। আবার কিছু চিঠি বইয়ের মধ্যে লুকিয়ে হাত বদল হয়ে পৌঁছে যেত প্রাপকের হাতে। স্কুল জীবনে দেখেছি অনেককে প্রেমপত্র লিখতে। একদম নতুন ধরনের চিঠি। তাও কিনা আবার বাংলা সিনেমার নাম ব্যবহার করে। যেমন, "আজ 'অভয়ের বিয়ে'-তে 'ইন্দ্রানী' তুমি অবশ্যই আসবে। আমি যথা সময়ে আসতে পারিনি। কেন না 'পথে হল দেরী' ইত্যাদি। স্কুল জীবনে আমরা এগুলিকে প্রেমপত্র বলতাম। বাংলা ব্যাকরণ বইয়ে 'পত্র লিখন' বিভাগটি আজও জ্বল জ্বল করছে। অথচ, বিদ্যালয়ে কি শেখানো হয় ?

শহরের সমস্ত 'লেটারবক্স' আজ মৃত। যে কয়টি অবশিষ্ট, তাও আজ ফেরিওয়ালাদের দখলে। তাঁরা জামা, ফ্রগ, নাইটি রাখার হ্যাঙারে পরিণত করেছে। আবার গানের জগতে 'চিঠি' শব্দটি নিয়ে বাংলা ও হিন্দিতে শিল্পীরা প্রচুর গান গেয়ে বিশেষ জায়গা করে নিয়েছে। তাছাড়া বিশেষ করে কবি সুকান্ত ভট্টাচার্যের 'রাণার' কবিতাটি গানে রূপ দিয়ে শিল্পী কবিকে স্মরণীয় করে রেখেছেন। তেমনি বাংলা চলচ্চিত্রে 'ডাকহরকরা' ছবিটাকে আমরা কখনই ভুলতে পারবো না। যে চিঠি এক সময় পায়রার ঠোঁটে পৌঁছে যেত, ঘোড়ায় চড়ে পৌঁছে দিত, রেল গাড়িতে, প্লেনে ও জাহজে চিঠি যেত। এখন ডাক পরিষেবা নেই বললেই চলে। সেসব চিঠি এখন কুরিয়ারে যায় এবং অতি দ্রুত পৌঁছে যাচ্ছে। তেমন নজিরও আছে। কেন মানুষ ডাকবিভাগের ওপর ভরসা করবে?

তথ্যসূত্র ঃ

পবিত্র সরকার, গৌতম কুমার দে ও রূপেন্দু দাসের চিঠি ও ডাক বিভাগের লেখা থেকে সাহায্য নেওয়া হয়েছে।

সমাপ্ত...

রূপান্তরের সুবর্নজয়ন্তী বর্ষের নাট্যোৎসব

সঞ্জিত সাহা ঃ ২২ডিসেম্বর সকালে সংস্থার সদস্য ও এলেকার নাট্যামোদী মানুষজনের এক বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা ও সন্ধ্যায় গোবরডাঙার পৌরটাউন হলে পৌরপ্রধান শংকর দত্ত কর্তৃক মঙ্গলদীপ প্রজ্জ্বোলনের মধ্য দিয়ে মহাসমারোহে সূচনা হয় গোবরডাঙা রূপান্তর এর ৫০তম বর্ষের নাটোৎসব। উদ্বোধন অনুষ্ঠানে উপস্থিত সকল বিশিষ্টজনদের পুষ্পস্তবক, উত্তরীয় ও স্মারক উপহারে বরণ করে নেন সংস্থার অন্যতম কর্ণধার নাট্যগুরু শ্যামল দত্ত ও সম্পাদক অভিক দাঁ।

ভারত সরকারের অর্থানুকুল্যে আয়োজিত রূপান্তরের নাট্যোৎসব ২০২২ এ মোট ৯খানি নাটক মঞ্চস্থ হয়। দুপুরে কয়েকটি স্কুলের পড়ুয়াগন পরিবেশিত নাট্যানুষ্ঠান ছাড়াও ছিল রূপান্তর প্রযোজিত বিশিষ্ট নাট্য পরিচালক প্রতাপ সেন নির্দেশিত সোনালী ভোরের স্বপ্ন এবং অতনু পালের নির্দেশনায় নাটক কনিস্ক ও উৎসবেব তৃতীয় দিন নাট্যগুরু শ্যামল দত্তের নির্দেশনায় আমি আগন্তুক সমবেত দর্শক সাধারনের প্রশংসা লাভ করে। চার দিন ব্যাপী আয়োজিত উৎসবের শেষ দিন মঞ্চস্থ হয় কলকাতার রঙ্গ লোক প্রযোজিত এবং বিশিষ্ট নাট্য পরিচালক শ্যামল চক্রবর্তী নির্দেশিত সাড়াজাগানো পূর্ণাঙ্গ নাটক শেকল ছেঁড়া হাতের খোঁজে হলভর্তি দশক মন্ডলীকে মুগ্ধ করে। নাটকটিতে শ্রমিক আন্দোলন থেকে উঠে আসা বামপন্থীদের রাজ্যের ক্ষমতা দখল এবং শাসন ক্ষমতায় থেকে শাসক গোষ্ঠীর কাউকে কাউকে বামপন্থী আদর্শ থেকে বিচ্যুত হবার ঘটনা সুন্দর ভাবে ফুটে উঠেছে। এদিনের

নাট্যানুষ্ঠান শেষে স্বনামধন্য নাট্য পরিচালক শ্যামল চক্রবর্তীকে সংস্থার প্রানপুরুষ প্রয়াত মুকুল বন্দ্যোপাধ্যায় স্মৃতি সম্মানে ভূষিত করা হয়। স্মারক উপহার তুলে দিয়ে সম্মাননা জ্ঞাপন করেন নাট্যপ্রেমী মৃণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়। এদিন নাটকের শহর গোবরডাঙার অন্যতম নাট্যদল রবীন্দ্র নাট্য সংস্থার পক্ষ থেকে সম্পাদক বিশ্বনাথ ভট্টাচার্য ও চাঁদপাড়া এ্যাক্টোর কর্ণধার বিশিষ্ট নাট্য ব্যক্তিত্ব সুভাষ চক্রবর্তী রূপান্তর এর প্রবীণ নাট্য নির্দেশক নাট্যগুরু শ্যামল দত্তকে পুষ্পস্তক প্রদানে বিশেষ সংবর্ধনা জ্ঞাপন করেন। বহু নাট্যামোদী দর্শকের স্বতঃস্ফূর্ত উপস্থিতিতে ৫০তম বর্ষের রূপান্তর নাট্যেৎসব সার্থকতা লাভ করে।

বিষ্ণুপুর ফরিদকাটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্লাটিনাম জয়ন্তী উৎসব

নীরেশ ভৌমিক ঃ গাইঘাটার সুটিয়া অঞ্চলে ১৯৪৯ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল বিষ্ণুপুর ফরিদকাটি নিম্ন বুনিয়াদী বিদ্যালয়টি এবছর ৭৫ তম বর্ষে পদার্পন করে। বিদ্যালয়ের এই ৭৫ তম বর্ষকে স্মরণীয় করে রাখতে ৫ ও ৬ জানুয়ারি বিদ্যালয়ে এক মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানের আয়োজন করে বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। ৫ জানুয়ারি সকালে সুসজ্জিত বিদ্যালয় অঙ্গ নে জাতীয় ও বিদ্যালয়ের পতাকা উত্তোলনের মধ্য দিয়ে দুদিন ব্যাপী আয়োজিত নানা অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। সুসজ্জিত মঞ্চে মঙ্গ লদীপ প্রজ্জ্বোলন করেন গাইঘাটা পূর্বচক্রের নবাগতা অবর বিদ্যালয় পরিদর্শক বিদিশা দাস। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে অন্যান্য বিশিষ্টজনদের মধ্যে ছিলেন স্থানীয় গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান মিহির বিশ্বাস, বিষ্ণুপুর

তৃতীয় পাতায়...

বিষয়- বিজ্ঞান

মিউজিক থেরাপি রোগ ও মানসিক যন্ত্রনা কমায়

অজয় মজুমদার

অনেকেই একটা গান শুনে বলেন মনটা যেন কেমন উদাস হয়ে গেল। আবার অনেকে বলেন, কী অসাধারণ গান মনটা পরিষ্কার হয়ে গেল। এক ভদ্রলোকের এক লাইব্রেরী অনুষ্ঠানে একটা গান শুনে চোখে জল আসতে দেখেছিলাম। গানটি হলো রবিন বিশ্বাসের "সে আমার ছোট বোন", কোন কোন গান শুনে কান্না আসে, আবার কোন গান শুনে মনটা খুশিতে ভরে ওঠে। আবার কোন কোন গান মানুষকে উচ্ছৃংখল করে তোলে। এরকম কেন হয়? এই কেনোর উত্তর খুঁজতে খুঁজতে বিজ্ঞানীরা মিউজিক থেরাপিকে কাজে লাগাতে লাগলেন। তাতেই ভীষণ সুফল পাওয়া যেতে লাগলো।

তাহলে মিউজিক থেরাপি সম্পর্কে আমরা একটু জেনে নেব। মিউজিক থেরাপি হল— একটি সহযোগী স্বাস্থ্য পেশা। পেশাদার সঙ্গীত থেরাপিতে অভিজ্ঞ, তার সাহায্যে ক্লিনিকাল ব্যবহারই রোগ নিদান হিসেবে কাজ করবে । সংগীত থেরাপি চিকিৎসা হাসপাতাল, ক্যান্সার কেন্দ্র, স্কুল, অ্যালকোহল, এবং ড্রাগ পুনরুদ্ধার প্রোগ্রাম, মানসিক হাসপাতাল, নার্সিংহোম এবং সংশোধন মূলক সুবিধাগুলিকে ব্যবহার হয়। সংগীত থেরাপির জন্য একটি বিস্তৃত গুনগত এবং পরিমাণগত গবেষণা সাহিত্যের ভিত্তি রয়েছে। মিউজিক থেরাপি মুসোপ্যাথি থেকে স্বতন্ত্র বা শব্দের মৌলিক দিকগুলির স্নায়ু শারীরিক এবং অন্যান্য

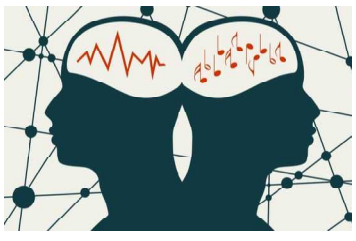

প্রতিক্রিয়ার উপর ভিত্তি করে আরও সাধারণ এবং অ-সংস্কৃতিক পদ্ধতির ওপর নির্ভর করে। ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ হেলথ এন্ড কেয়ার এক্সিলেন্ট (এনআইসিই) দাবি করেছে যে— মিউজিক থেরাপি মানসিক স্বাস্থ্য সমস্যায় ভোগা ব্যক্তিদের সাহায্য করার জন্য একটি অসাধারণ ও কার্যকারী পদ্ধতি ।

অস্ত্রপাচারের আগে এবং পরে স্ট্রেস রিলিফ থেকে শুরু করে আলজাইমার রোগের মত নিউরোপ্যাথেলজি পর্যন্ত— মিউজিক থেরাপি করে সুফল পেয়েছেন। একটি সমীক্ষায় দেখা গেছে, যে শিশুরা তাদের বাহুতে ইনজেকশন নেওয়ার সময় গান শুনেছিল, তারা কম কষ্ট পেয়েছিল। যারা গান শোনেনি তারা অনেক বেশি কষ্ট পেয়েছিল। যন্ত্রনাও বেশি হয়েছিল।

সংগীত অভিজ্ঞতাগুলি কৌশলগত ভাবে থেরাপিউটিক প্রভাবগুলির জন্য সংগীতের উপাদানগুলিকে ব্যবহারের জন্য ডিজাইন করা হয়েছে। যার মধ্যে সুর, কি, মোড, মিটার, তাল, পিচ, পরিসীমা, সময়কাল, ফর্ম, টেক্সচার এবং যন্ত্র। কিছু সাধারণ সংগীত থেরাপি অনুশীলনের মধ্যে রয়েছে বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন ব্যক্তিদের সাথে উনয়ন মূলক কাজ (যোগাযোগ, মটর, দক্ষতা ইত্যাদি) গান লেখা এবং স্মৃতিচারণে শোনা, বয়স্কদের সাথে অভিযোজন কাজ, প্রক্রিয়াকরণ এবং শিথিল করণের কাজ এবং স্ট্রোক থেকে বেঁচে যাওয়া ব্যক্তিদের শারীরিক পুনর্বাসনের জন্য ছন্দবদ্ধ প্রবণতা।

পার্সোনালাইজড একটা গান— যে গানের কথায় থাকবে শিশুটির নাম, ভালোলাগা, মন্দলাগা, আর লড়াইয়ের অদম্য শক্তিতে কুর্নিশ। এমন ব্যতিক্রমী গান বানিয়ে চলেছে আমেরিকার চ্যারিটি সংগঠন সংস অফ লাভ ফাউন্ডেশন। যাদের ট্যাগলাইন" দা মেডিসিন অফ মিউজিক" সম্প্রতি তার সঙ্গে জুড়েছে বাংলার যোগ সূত্র।

বিশ্ব জুড়ে যে সব শিশু নানা মারণ-কঠিন রোগের সঙ্গে লড়াই করছে— তাদের মুখে হাসি ফোটাতে সেই সব শিশুদের মনে ব্যক্তিগত গান তৈরি করছে "সংস অফ লাভ ফাউন্ডেশন"। কিছুদিনের মধ্যেই প্রফেশনালি তৈরি করা ব্যক্তিগত গানের সিডি পৌঁছে যাবে সেই শিশুটির হাতে। সংগঠনের প্রতিষ্ঠাতা জন বেলজার জানান— এখনো পর্যন্ত ৩০ হাজারের বেশি শিশুর মুখে হাসি ফুটিয়েছে তাদের এই ব্যক্তিগত বা পার্সোনালাইজড গান । মরণ যন্ত্রনা ভুলিয়ে দিতে পারে গানের সুর।

মার্কিন সংগঠনের সঙ্গে কলকাতার একটি সংগঠন ও ব্যক্তিগত বা পার্সোনালাইজড গান রচনা করতে শুরু করেছে। বহু শিশুর রোগের যন্ত্রণা কমিয়ে লড়াইটাকে সহজ করেছে "সংস অফ লাভ"। তাদের প্রিয়জনের অফুরান শুভেচ্ছা ও ধন্যবাদে উপচে গিয়েছে বেলজারের ওয়েবসাইট। কলকাতার সুব্রতকে এই ভাবনায় ভাবিয়েছে। আর তাই পশ্চিমবঙ্গের এমন একটা উদ্যোগ তিনি শুরু করতে চান। নির্দিষ্ট রিদম সেনস অরগান গুলিতে প্রবেশ করে। কার ক্ষেত্রে কোন সুর কতখানি কার্যকারী হবে সেটা নির্ভর করবে তার ব্যক্তিগত রুচির উপর। সেখান থেকেই পার্সোনালাইজভ সংস এর জন্ম।

আমাদের জীবন শৈলীতে সকাল থেকে দৌড়ঝাপ শুরু হয়ে যাচ্ছে। আসছে নানা ধরনের সমস্যা। ঘুম হচ্ছে না সঠিকভাবে। টেনশন মাথায় নিয়েই চলতে হচ্ছে। ফলে এই দুশ্চিন্তার কারণে অবসাদ, উৎকণ্ঠা, অকারণ ভয়, হিস্টিরিয়া সহ নানা মানসিক সমস্যা ধরা দিচ্ছে। এসব থেকে মুক্তির পথ দেখাতে পারে মিউজিক থেরাপি। মিউজিক থেরাপি শরীর ও মনকে ধুয়ে মুছে পরিষ্কার করে দিতে পারে। বাঁচার নতুন পথ খুঁজে দিতে পারে।

মিউজিক থেরাপি মানে শুধু গান শোনা নয়। পাশাপাশি গান করা, বাদ্যযন্ত্র বাজানো, গান শেখা, কম্পোজ করা ইত্যাদি বিষয়গুলি রয়েছে। একজন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক নিজের ইচ্ছে মতো এগুলির মধ্যে থেকে কয়েকটি বিষয় রোগীর ওপর প্রয়োগ করেন। দুশ্চিন্তায় নানা হরমোনের কমবেশি ক্ষরণে নানা রোগের ওপর প্রভাব পড়ে। এই হরমোন গুলি সুগার, প্রেশার, কোলেস্টেরল, হার্টের অসুখের মতো সমস্যা তৈরি করতে পারে। আর এগুলি সবকিছু দমিয়ে রাখতে পারে মিউজিক থেরাপি।

আবাস যোজনায় দুর্নীতির প্রতিবাদে গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধানকে ডেপুটেশন বিজেপি'র

নীরেশ ভৌমিক ঃ প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনায় বেলাগাম দুর্নীতির প্রতিবাদে রাজ্যজুড়ে আন্দোলনে নেমেছে বিরোধীদলের নেতা-কর্মীগন। শুধু তাই নয়, হতদরিদ্র মানুষজন, যারা ভাঙা চোরা ঘরে দিন গুজরান করেন, আবেদন করেও ঘরের জন্য অর্থবরাদ্দ না হওয়ায় ক্ষুব্ধ মানুষেজন প্রতিবাদ আন্দোলনে পথে নামেন। হতদরিদ্র মানুষজনের ঘর না পেলেও শাসকদলের নেতা কর্মী ও ঘনিষ্ঠ মানুষজন, যাদের পাকা বসত গৃহ রয়েছে, তারাই অবৈধভাবে আবাস যোজনায়, ঘরের টাকা পাচ্ছেন বলে অভিযোগ পাড়ার মানুষজনের এরই প্রতিবাদে জোরদার আন্দোলনে নেমেছে রাজ্যের প্রধান বিরোধী দল ভারতীয়

জনতাপাটি।

সম্প্রতি বিজেপি'র নেতা কর্মীগণ ব্লকের বিডিও সহ বিভিন্ন গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধানের নিকটই স্মারক লিপি পেশা করে প্রকৃতি দরিদ্র মানুষজনকে প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনায় বসত গৃহ নির্মানের জন্য অর্থ প্রদানের দাবি জানান ব্লকের বিডিওকে স্মারকলিপি প্রদানের পর গত ২৩ ডিসেম্বর ফুলসরা গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধানকে ডেপুটেশন দেন বিজিপির মন্ডল কমিটি।

এদিন মধ্যাহ্নে অঞ্চলের বিভিন্ন গ্রাম থেকে বিজেপির নেতা কর্মী ও সমর্থকগন ফুলসরা গ্রাম পঞ্চায়েত কার্যালয়ে এসে উপস্থিত হন। সেখানে এক জামায়েতে শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেমের সীমাহীন দুর্নীতির প্রতিবাদ জানিয়ে ঘরের টাকা প্রদানের ও দুর্নীতিগ্রস্থ শাসকদলের নেতা কর্মীদের কঠোর সাজার দাবি জানান বিজেপি নেতৃবৃন্দ।

সমাবেশে বক্তব্য রাখেন বিজেপির জেলা নেতৃত্ব চন্দ্রকান্ত দাস, ফুলসরা মন্ডল সভাপতি বিশ্বজিৎ ঘোষ, গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্যা ও মহিলা নেত্রী অপর্না বিশ্বাস, দলনেতা সুবক্তা বিজয় মন্ডল তৃণমূলের নেতা- কর্মী। এমনকি মন্ত্রীরাও দুর্নীতিতে যুক্ত। গ্রাম পঞ্চায়েত গুলো এবং সিভিক ভলান্টিয়ারগণ এই দুর্নীতির সাথে যুক্ত। বিজেপি নেতা বিজয় মন্ডল তাঁর বক্তব্যে আইন মেনে প্রকৃত দরিদ্রদের আবাস যোজনায় নাম নথিভুক্ত না করলে তাঁদের বিরুদ্ধেও আন্দোলনে নামা হবে বলে জানান।

সাড়ম্বরে ঠাকুরনগর হাই স্কুলের প্লাটিনাম জয়ন্তীবর্ষ উদ্‌যাপন

নীরেশ ভৌমিকঃ দেশের স্বাধীনতা লাভের অব্যবহিত পরে এলেকার শিক্ষাদরদি মানুষজনের আন্তরিক প্রয়াসে ১৯৪৯ সালের ৩ জানুয়ারি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ঠাকুরনগর উচ্চবিদ্যালয়। গত ৫ জানুয়ারি বিদ্যালয়ের শিক্ষক -শিক্ষার্থী ও প্রাক্তন পড়ুয়াগন সহ এলেকার শুভানুধ্যায়ী মানুষজনের ঐকান্তিক উদ্যোগে সূচনা হয় বিদ্যালয়ের প্লাটিনাম জয়ন্তী উৎসব।

এদিনে সকালে জাতীয় ও বিদ্যালয়ের পতাকা উত্তোলন, মঙ্গলদীপ প্রজ্জ্বোলন ও বর্তমান ও প্রাক্তন ছাত্র-ছাত্রী এবং এলেকার শিক্ষানুরাগি মানুষজনের এক বর্নাঢ্য শোভাযাত্রার মধ্য দিয়ে বিদ্যালয়ের ৭৫ তম জন্মদিন উপলক্ষে তিনদিন ব্যাপী আয়োজিত উৎসবের সূচনা হয়। সুসজ্জিত ট্যাবলো এন,সি,সি ক্যাডেটদের কুচকাওয়াজ, বিভিন্ন সাজে পড়ুয়ারা, মহিলাদের হাতে কুলো এবং পদযাত্রার পুরোভাগে প্রধান শিক্ষক সহ বহু বিশিষ্ট জনদের উপস্থিতি এদিনের পদযাত্রাকে আকর্ষনীয় করে তোলে।

মধ্যাহ্নে বিদ্যালয়ের প্রাঙ্গনের সুসজ্জিত মঞ্চে বিদ্যালয়ের পড়ুয়াগনের সমবেত কণ্ঠে আগুনের এই পরশমনি ছোঁয়াও প্রানে সংগীতের মধ্য দিয়ে আয়োজিত মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। স্বাগত ভাষনে বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক অজিতেশ বিশ্বাস বলেন, এই বিদ্যালয়ে এলাকার সকলের সঠিক সহযোগিতায় বিদ্যালয়ের ৭৫তমবর্ষ উদ্‌যাপন অনুষ্ঠান সার্থক হয়ে উঠবে। বর্ষব্যাপী নানা অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে বিদ্যালয়ের প্লাটিনাম জয়ন্তী উৎসব পালন করা হবে বলে প্রধান শিক্ষক শ্রী বিশ্বাস আরোও জানান।

বিশ্বখ্যাত নৃত্যশিল্পী উদয় শংকরের জন্মদিনে নৃত্যানুষ্ঠান বাণীপুর সুন্দরম-এর

সঞ্জিত সাহা ঃ গত ৮ ডিসেম্বর ছিল বিশ্বখ্যাত নৃত্য শিল্পী উদয় শংকর এর ১২২ তম জন্মদিন। দিনটিকে স্মরণীয় করে রাখতে কলকাতার ছন্দ ও মুদ্রা নৃত্য সংস্থা ৮-১০ ডিসেম্বর নৃত্য ও নাট্যানুষ্ঠানের আয়োজন করে। ১০ ডিসেম্বর তপন থিয়েটার হলে তিন দিন ব্যাপী আয়োজিত উৎসবের শেষ দিনে আয়োজক সংস্থা ছন্দ ও মুদ্রার আমন্ত্রনে হাবড়ার বাণীপুর সুন্দরম ড্যান্স ইনস্টিটিউটের নৃত্যশিল্পীগন অনুষ্ঠান করতে আসেন।

বাণীপুর সুন্দরম-এর কর্ণধার বিশিষ্ট নৃত্য প্রশিক্ষক সুজিত কর্মকারের নির্দেশনায় ইনস্টিউটের শিল্পীগন পরিবেশিত নৃত্যনাট্য প্রকৃতি ও নারী সমবেত দর্শক সাধারনের উচ্চসিত প্রশংসা লাভ করে।

পূর্বাঞ্চল সংস্কৃতি কেন্দ্রে অনুষ্ঠান করে এল চাঁদপাড়ার অ্যাক্টো

নীরেশ ভৌমিক ঃ বর্ষশেষ ও বর্ষবরণ উপলক্ষ্যে এক মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের

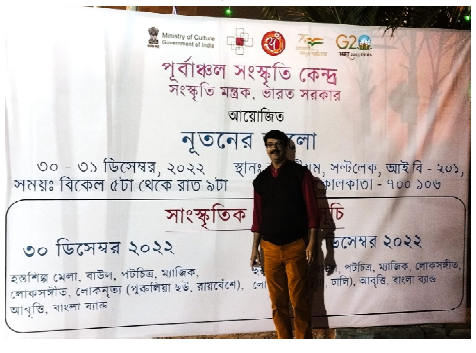

আয়োজন করেছিল ভারত সরকারের সংস্কৃতি মন্ত্রকের পূর্বাঞ্চল সংস্কৃতি কেন্দ্র কর্তৃপক্ষ। গত ৩০ ও ৩১ ডিসেম্বর, ২০২২ সংস্টলেকের সংস্কৃতি কেন্দ্রে আয়োজিত মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক সংগঠন লোক সংগীত, বাউল, ছৌ ও নাটুয়া নৃত্য পরিবেশন করে। এছাড়াও ছিল যাদু প্রদর্শনী ও বাংলা ব্যাণ্ডের সংগীতানুষ্ঠান। পূর্বাঞ্চল সংস্কৃতি কেন্দ্রের আমন্ত্রণে সাড়া দিয়ে চঁদপাড়ার অ্যাক্টে নাট্য সংস্থার কর্ণধার সুভাষ চক্রবর্তী আয়োজিত অনুষ্ঠানে রবীন্দ্র ভাবনায় যাদু প্রদর্শন করেন এবং তার সহযোগীতায় ছিলেন নাট্যাভিনেত্রী বাবলি চক্রবর্তী ও প্রীতম মজুমদার।

দৃষ্টির নাট্যকর্মশালায় শিশুনাটক রাজার সাজা

সঞ্জিত সাহা ঃ দত্ত পুকুরের অন্যতম নাট্যদল দৃষ্টি নাট্যদল গত ২৭-৩১ ডিসেম্বর ৫দিন ব্যাপী এক শিশু নাট্যকর্মশালার আয়োজন করে। কর্মশালায় এলেকার ২৫ জন কচিকাঁচা অংশ গ্রহন করে। সংস্থার ছোট- বড় সকল নাট্যকর্মীই কর্মশালাকে সার্থক করে তুলতে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেন।

কর্মশালার প্রধান প্রশিক্ষক বিশিষ্ট নাট্যাভিনেত্রী গার্গী ভট্টাচার্যের নির্দেশনায় এবং নাট্যকর্মী অহনা দাস ও ঐশী ভট্টচার্যের

সহযোগিতায় ক্ষুদে কুশীলবদের নিয়ে একটি নাটক প্রস্তুত হয়। কর্মশালায় প্রস্তুত 'রাজার সাজা' নাটকটি ৩১ ডিসেম্বর সংস্থার মহলা কক্ষে মঞ্চস্থ হয়।

কচিকাঁচাদের অভিনয়ে সমৃদ্ধ নাটকটি ছোট- বড় সকলের মনোরঞ্জন করে। কম সময়ে এত সুন্দর উপস্থাপনা ভাবাই যায় না বলে নাট্যপ্রেমীদের অনেকেই মন্তব্য করেন। উপস্থাপনা শেষে সকল প্রশিক্ষনার্থী ও কুশীলবদের হাতে শংসাপত্র তুলে দেওয়া হয়।

সংস্থার কর্ণধার বিশিষ্ট নাট্যপরিচালক বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য জনান,বছরে দুবার আমরা শিশুদের জন্য নাট্যকর্মশালার আয়োজন করে থাকি।

এবছর দৃষ্টির নবনির্মিত মহলা কক্ষ শিল্পশালায় স্কুল পড়ুয়াদের নিয়ে নাট্য প্রতিযোগিতা আয়োজন করার পরিকল্পনা রয়েছে বলে সংস্থার কর্ণধার শ্রীভট্টাচার্য আরোও জানান।

৬ জন পড়ুয়া নেট উত্তীর্ণ

প্রথম পাতার পর

শিক্ষক ও শিক্ষর্থীগণ স্কুলের এই কৃতি ছাত্র ও ভাবী চিকিৎসকদের শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জ্ঞাপন করেন।

বিদ্যালয়ের সুনাম ও ঐতিহ্য অক্ষুন্ন রাখতে সকল শিক্ষকগণ বদ্ধপরিকর। বিদ্যালয়ের ছাত্রদের এই অভাবনীয় সাফল্যে যার-পর-নাই খুশি অভিভাবক সহ এলেকার শিক্ষাদরদি মানুষজন।

দুষ্কৃতীদের গ্রেপ্তারের দাবি

প্রথমপাতার পর...

বিডিও অফিস পুলিশের কাছে অভিযোগ জানিয়েছি ৪ দিন পার হল। এখনো পুলিশ দুষ্কৃতীদের গ্রেপ্তার করছে না।'' কেন গ্রেফতার করা হচ্ছে না তা নিয়ে প্রশ্ন করেন তারা। প্রশাসনিক কর্তাদের মাধ্যমে জানা গিয়েছে, "দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে সন্ধান চলছে। দ্রুত তাদের গ্রেপ্তার করা হবে।

হাসপাতাল চত্তরে চালু হল মা ক্যান্টিন

প্রথমপাতার পর...

নেওয়ার জায়গা থাকলেও হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে হোটেলে গিয়ে রোগীর পরিজনদের খাবার কিনে খেতে হতো। পাশাপাশি জরুরি রুগী কিংবা প্রসূতি মায়েদের সঙ্গে আসা মহিলাদের হাসপাতাল চত্বরেই রাত জেগে কাটাতে হয়।

হাসপাতাল চত্বরে মা ক্যান্টিন ও মহিলাদের জন্য আর্তপরিজন নিবাস চালু হওয়ায় খুশি রোগীর পরিজনেরা। বাগদার কোলা গ্রাম থেকে আসা রোগীর আত্মীয় বৃন্দাবন বিশ্বাস বলেন, "আমি দিন আনি দিন খাই। অনেক কষ্ট করে দুদিন আগে বাবাকে এনে বনগাঁ মহকুমা হাসপাতালে ভর্তি করেছি। ২৪ ঘন্টা হাসপাতালের পাশেই থাকতে হচ্ছে। বাইরে থেকে কিছু ওষুধ কিনে হাতে টাকা পয়সা খুব কম ছিল। মা ক্যান্টিন চালু হওয়া আমার মত অনেকেরই খাওয়ার সমস্যাটা দূর হলো। অল্প পয়সায় পেট ভরে খেতে পারব। "গোপালনগর পাল্লার গৃহবধূ তমা গাইনের কথায়, "দুদিন আগে রাতে দিদিকে হাসপাতালে ভর্তি করার পর গাড়ি না মেলায় বাড়ি ফিরতে পারিনি। হাসপাতালের ভেতরে বসে কাটিয়েছি। এবার আর অসুবিধা হবে না আর্তপরিজন নিবাসেই থাকতে পারবো।''

প্লাটিনাম জয়ন্তী উৎসব

প্রথম পাতার পর

নির্মলা প্রভা হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষক কল্যানচন্দ্র দাস, অঞ্চলের শিক্ষাবন্ধু মিলন কান্তি সাহা, বর্ষিয়ান শিক্ষক ও সমাজকর্মী কালিপদ সরকার, ব্লকের শিক্ষক নেতৃত্ব স্বপন পাঠক, ছিলেন বিদ্যালয় কমিটির সভাপতি নারায়ণ চন্দ্র দাস ও কতিপয় অভিভাবক সহ শিক্ষানুরাগী গ্রামবাসীগন। উদ্বোধনী সংগীত পরিবেশন করেন বিদ্যালয়ের শিক্ষিকা ক্ষমা সাহা দাস। স্বাগত ভাষনে বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক প্রদীপ কুমার ঘোষ উপস্থিত সকলকে শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানিয়ে এলেকার ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের শিক্ষার প্রসারে যে সমস্ত মানুষজন জমি দান করে অর্থ ব্যয় করে বিদ্যালয় গৃহ নির্মান করেছেন, তাঁদের স্মরণ করেন এবং সেই সঙ্গে বিদ্যালয়ের সার্বিক উন্নয়নে উপস্থিত অভিভাবকগণ সহ এলেকাবাসীর সহযোগিতা কামনা করেন। বিদ্যালয় পরিদর্শক শ্রীমতী দাস তাঁর বক্তব্যে বলেন, শিক্ষা সকলের নিকট অপরিহার্য।

৭৪ বৎসর পূর্বে এই গ্রামের মানুষজন নিজেদের উদ্যোগে বিদ্যালয়টি প্রতিষ্ঠা করেন। শিক্ষার এই প্রজ্জ্বোলিত দীপ শতবর্ষেও অক্ষুন্ন থাকবে।

স্মরণে

স্বর্গীয় ভৈরব সরকার

ঈশ্বর বসন্ত কুমার সরকার

জন্ম ঃ ১০ সেপ্টেম্বর, ১৯৫০

মৃত্যু ঃ ৩০ ডিসেম্বর ২০২২

তুমি যে লোকেই থাকো,
সুখে থেকো, শান্তিতে থেকো।

শ্রদ্ধাবনতঃ

শ্রী দীপঙ্কর সরকার (একমাত্র পুত্র)

গ্রাম ঃ ধানকুনি, পোঃ সেকাটি,
চাঁদপাড়া, উত্তর ২৪ পরগণা।

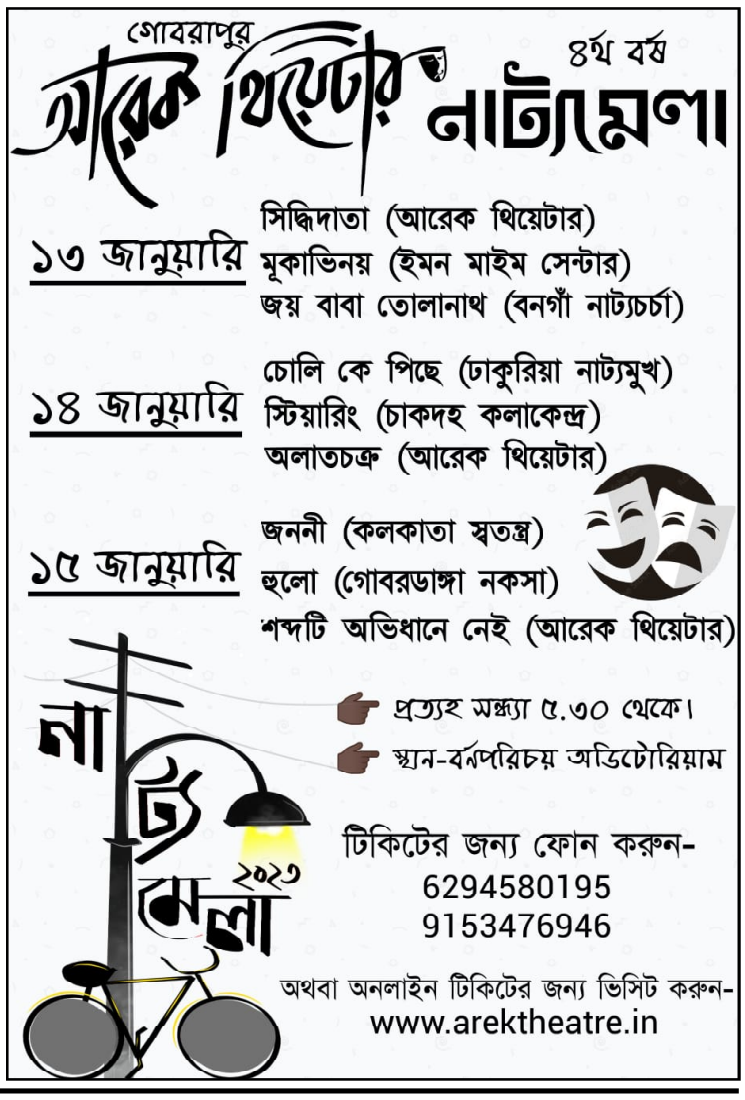

সেবার সাহিত্য সভায় কবি সম্মেলন, গুণীজন সংবর্ধনা ও মনোজ্ঞ অনুষ্ঠান

নীরেশ ভৌমিক ঃ গত ৩১ ডিসেম্বর মাস ও বছরের (২০২২) শেষ দিনে গোবরডাঙার সেবা ফার্মার্স সমিতি আয়োজন করেছিল কবি সম্মেলন ও গুনীজন সংবর্ধনা এবং সেই সঙ্গে মনোজ্ঞ সাংস্কৃতি অনুষ্ঠান। মছলন্দপুরের ঘোষপুর বানপ্রস্থ সেবা আশ্রমে 'শিশুমনে সাহিত্য সৃজনে' শীর্ষক এদিনের সাহিত্যসভায় অংকন কর্মশালা ও মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে এলেকার কয়েকটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছোট- ছোট পড়ুয়ারা অংশ গ্রহন করে। পৃথা সরকার, ঐশী ভদ্র ও তৃষ সরকারের সমবেত নৃত্যানুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে এদিনের সাহিত্য সভা সূচনা হয়। সাধনা মজুমদার, রুমা সাহা, ও কবি পলাশ মন্ডলের কণ্ঠে আবৃত্তি, ছোট সৃজা দাস ও জয়তী মন্ডলের যোগাসন প্রদর্শনী সকলের প্রশংসা লাভ করে।

এদিনের অনুষ্ঠানে গুনীজন সংবর্ধনায় রাষ্ট্রপতি পুরস্কার প্রাপ্ত বার্ষিয়ান শিক্ষক ও বিশিষ্ট সমাজ সেবক অমল কান্তি দত্ত ও বিশিষ্ট কবি গৌরাঙ্গ দাসকে পুষ্পস্তবক, উত্তরীয়, মানপত্র ও স্মারক উপহারে সংবর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়। সাহিত্য সভায় বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের মধ্যে ছিলেন, ডাঃ এন. সি. কর, মছলন্দপুর ১নং গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান তাপস ঘোষ, কবি ও সাহিত্যিক রাসমোহন দত্ত, কবি সুনীল মন্ডল, স্বপন বালা, বাসুদেব মুখোপাধ্যায়, ঋতুপর্ণ ঘোষ, সাংবাদিক সরোজ চক্রবর্তী, দেবাশিস বিশ্বাস, পাঁচুগোপাল হাজরা ও তরুণ নন্দী, কবি নীলাদ্রি বিশ্বাস, লালমোহন বিশ্বাস, সমাজসেবি কালিপদ সরকার প্রমুখ। উপস্থিত সকলকে শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানিয়ে সেবি সমিতির সম্পাদক বিশিষ্ট সমাজ কর্মী গোবিন্দলাল মজুমদার সমিতির বিভিন্ন উদ্যোগ, সেবা মূলক কর্মসূচীও তুলে ধরে বক্তব্য রাখেন।

সেবার বিভিন্ন জনসেবা মূলক কাজ কর্মকে সাধুবাদ জানিয়ে এবং অতিমারী করোনা কালে মছলন্দপুর ১নং গ্রাম পঞ্চায়েতের বিভিন্ন সেবামূলক কাজ কর্মের বিষয় উল্লেখ করে বক্তব্য রাখেন প্রঞ্চায়েত প্রধান তাপস ঘোষ, উদ্যোক্তারা এদিন বিশিষ্ট চিকিৎসক ডাঃ এন.সি.কর ও রাষ্ট্রীয় পুরস্কার প্রাপ্ত প্রধান তাপস ঘোষকেও বিশেষ সংবর্ধনা জ্ঞাপন করেন। সেবা সমিতির পক্ষ থেকে এদিন এলেকার কয়েক জন দরিদ্র মানুষের হাতে খাদ্য, বস্ত্র ও মশারি তুলে দেওয়া হয়। মনোজ্ঞ সাংস্কৃতি অনুষ্ঠান, অংশগ্রহনকারী সকল ছোট ছোট ছাত্র ছাত্রীদের হাতে মেডেল ও শংসাপত্র তুলে দিয়ে শুভেচ্ছা জানানো হয়। পরিশেষে আগত ২০২৩ সালকে স্বাগত জানিয়ে এদিনের বর্ষ শেষের দিনের সাহিত্যসভা বেশ প্রানবন্ত হয়ে ওঠে।

গাইঘাটা হাই স্কুলের ৭৫ তম বর্ষপূতি উৎসবে নানা অনুষ্ঠান

নীরেশ ভৌমিক ঃ গত ২ জানুয়ারি সকালে বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা ও বিদ্যালয় অঙ্গনে জাতীয় ও স্কুলের পতাকা উত্তোলন এবং মধ্যাহ্নে বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের সমবেত কণ্ঠে 'আনন্দলোকে মঙ্গলালোকে' সঙ্গীতের মধ্য দিয়ে শুরু হল গাইঘাটা উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্লাটিনাম জয়ন্তীবর্ষ উদ্‌যাপন অনুষ্ঠান। মঙ্গলদীপ প্রোজ্জ্বলন করে তিনদিন ব্যাপী আয়োজিত উৎসবের সূচনা হয়। বিশিষ্টজনদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন ভাবা এ্যাটোমিক রিসার্চ সেন্টারের সিনিয়র সায়েন্টিস্ট ড.দেবীপ্রসাদ দুয়ারী। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে অন্যান্য বিশিষ্টজনদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন ভাবা এ্যাটোমিক রিসার্চ সেন্টারের সিনিয়র সায়েন্টিস্ট ড.আর রবিশংকর রামন, ঠাকুরনগর পি.আর.ঠাকুর সরকারি মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ স্বপন সরকার, গাইঘাটা চক্রের অবর বিদ্যালয় পরিদর্শক ও বিদ্যালয়ের প্রশাসক মনোজ মন্ডল, গাইঘাটা থানার পুলিশ আধিকারিক সঞ্জীব চক্রবর্তী, স্থানীয় গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান শংকরী পাল ও মৌসুমী সাহা, প্রাক্তন ছাত্র ও বিদ্যালয় পরিচালক সমিতির সম্পাদক স্বপন দাস, সমাজকর্মী তাপস সাহা, প্রাক্তন শিক্ষার্থী অরুপ সিংহ রায় ও শংকর নাথ প্রমুখ। বিদ্যালয়ের শিক্ষিকা ও শিক্ষার্থীগণ সকলকে পুষ্প স্তবক, উত্তরীয় ও স্মারক উপহারে বরণ করে নেন।

স্বাগত ভাষণে বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক অলক সরকার উপস্থিত সকলকে শুভেচ্ছা অভিনন্দন জানিয়ে ১৯৪৮ সালের এই দিনে প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়ের প্ল্যাটিনাম জায়ন্তীবর্ষ ও প্রাক্তনী সমাবর্তন উৎসবের সাধিক সাফল্য কামনা করেন। বিশিষ্ট বিজ্ঞানী মিঃ দুয়ারী ও ড. রামনকে কাশ্মরি শাল ও স্মারক উপহারে বিশেষ সংবর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়। বিদ্যালয়ের পড়ুয়াগন আয়োজিত কলা ও বিজ্ঞান ভবন ও প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন বিজ্ঞানী ড. দুয়ারী ও ড.রামন। অনুষ্ঠানের শুরুতে অনুষ্ঠান অঙ্গনে মহিলা ঢাকিদের ঢাক বাদন সমবেত মানুষজনের প্রশংসা লাভ করে। বুক ডে উপলক্ষে এদিন বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ অনুষ্ঠান মঞ্চ থেকে বিশিষ্ট বিজ্ঞানীগনের হাত দিয়ে বিগত বার্ষিক পরীক্ষায় বিভিন্ন ক্লাসে প্রথম স্থান অধিকারী পড়ুয়াদের হাতে পাঠ্যপুস্তক তুলে দেন। উপস্থিত ছিলেন বিদ্যালয়ের সহপ্রধান শিক্ষক অলক কুমার বিশ্বাস সহ বিদ্যালয়ের অন্যান্য শিক্ষক-শিক্ষিকগণ। এদিনের পদযাত্রায় রণ পায়ে হাঁটা ও অনুষ্ঠান প্রঙ্গনে ড্রোনের নজরদারি উপস্থিত সকলের নজর কাড়ে। বিদ্যালয় প্রাঙ্গনের সুসজ্জিত মঞ্চে সংগীত, নৃত্য, ক্যুইজ,যোগাসন, শিক্ষক শিক্ষার্থীগনের নাট্যানুষ্ঠান; রয়েছে বিশিষ্ট সংগীত শিল্পী অঙ্কিতা ভট্টাচার্যের সংগীতানুষ্ঠান, জয়িতা ও আরাধ্যার নৃত্য ছাড়াও ঠাকুরনগর কলাভূমির নৃত্যানুষ্ঠান বিদ্যালয়ের এই উৎসবকে ঘিরে এলেকাবাসীর মধ্যে যথেষ্ঠ উৎসাহ- উদ্দীপনা চোখে পড়ে।

স্বেচ্ছা রক্তদান ও সংগীতানুষ্ঠান

নীরেশ ভৌমিকঃ রক্তের কোন বিকল্প নেই, মানুষের প্রয়োজনে মানুষকেই রক্ত দিতে হয়।

তাই রক্তদান জীবনদান, রক্তদান মহৎদান। এই আদর্শকে সামনে রেখে বিগত বছরের মতো এবারও চাঁদপাড়ার দেবীপুর নবীন স্বামীজি সংঘের সদস্যগণ এক স্বেচ্ছা রক্তদান শিবিরের আয়োজন করেন।

চাঁদপাড়ার মিলন সংঘ ক্লাব অঙ্গনে অনুষ্ঠিত শিবিরে বনগাঁ জে.আর. ধর মহকুমা হাসপাতালের ব্লাড ব্যাঙ্কের ভারপ্রাপ্ত চিকিৎসক ডাঃ জি পোদ্দারের নেতৃত্বে স্বাস্থ্যকর্মীগণ মোট ৬১ জন স্বেচ্ছারক্তাদাতার রক্ত সংগ্রহ করেন। রক্তদাতাদের মধ্যে মহিলাদের সংখ্যা ছিল যথেষ্ট। বর্ষবরণ উপলক্ষে এদিন সন্ধ্যায় নবীন স্বামীজি সংঘের ব্যাবস্থাপনায় মিলন সংঘ প্রাঙ্গণে আয়োজিত মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক ও বিচিত্রানুষ্ঠানের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন গাইঘাটা পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি গোবিন্দ দাস, সহ-সভাপতি ইলা বাকচি, কর্মাধ্যক্ষ কালিপদ বিশ্বাস, জেলা পরিষদ সদস্য সুভাষ রায়, চাঁদপাড়ার প্রধান দীপক দাস, শিক্ষক ও সমাজকর্মী নির্মল বিশ্বাস, শ্যামল বিশ্বাস, পিনাকি বিশ্বাস, বেরতী বিশ্বাস, ভবেশ দত্ত, ছিলেন বনগাঁ দক্ষিণের প্রাক্তণ বিধায়ক সুরজিৎ কুমার বিশ্বাস প্রমুখ। ক্লাব সম্পাদক কিশোর বিশ্বাস (বাবু) উপস্থিত সকলকে শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানান। বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ তাঁদের বক্তব্যে রক্তদান ও এবং সেই সঙ্গে এলেকাবাসীর মনোরঞ্জনের জন্য এই মনোজ্ঞ সংগীতানুষ্ঠানের আয়োজনকে স্বাগত জানান। এদিনের প্রচন্ড ঠান্ডাকে উপেক্ষা করেও বহু মানুষ বিশিষ্ট শিল্পীগণের গান শোনেন।

HALL MARK
নিউ পি. সি. জুয়েলার্স
নিউ পি. সি. জুয়েলার্স ব্রাঞ্চ
নিউ পি. সি. জুয়েলার্স বিউটি-র
পক্ষ থেকে সকলকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও সাদর আমন্ত্রণ।

বিশ্বস্ততার আর এক নাম নিউ পি সি জুয়েলার্স

- নিউ পি সি জুয়েলার্স নিয়ে এসেছে সর্ব ধর্মের মানুষের জন্য ২৫০০/- টাকার সোনার জুয়েলারী ও ২০০ টাকার মধ্যে রূপার জুয়েলারী যা দিয়ে আপনি আপনার আপনজনকে খুশি করতে পারবেন।
- আমাদের শোরুমে আছে হালকা ও ভারি আধুনিক ডিজাইনের গহনার সম্ভার।
- আমাদের মজুরী সবার থেকে কম।
- পুরনো সোনার পরিবর্তে হলমার্কযুক্ত সোনার গহনা পাওয়া যায়।
- এছাড়া প্রতিটি কেনাকাটায় পাচ্ছেন নিউ পি সি অপটিক্যাল-এর Gift Voucher
- জুয়েলারী সংক্রান্ত ২ বৎসরের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন পুরুষ সেলসম্যান চাকুরির জন্য যোগাযোগ করুন।
- সিকিউরিটি সংক্রান্ত চাকুরির জন্য পুরুষ ও মহিলারা যোগাযোগ করুন (বন্দুক সহ ও খালি হাতে— উভয়ের জন্য)।
- Employee দের জন্য ESI ও PF এর ব্যবস্থা আছে।

দেওয়াল লিখন ও হোর্ডিং-এর জন্য নিউ পি. সি. জুয়েলার্স-এ এসে সরাসরি যোগাযোগ করুন।

নিউ পি. সি. জুয়েলার্স — বাটার মোড়, বনগাঁ (বনশ্রী সিনেমা হলের সামনে)
নিউ পি. সি. জুয়েলার্স ব্রাঞ্চ — বাটার মোড়, বনগাঁ (কুমুদিনী বিদ্যালয়ের বিপরীতে)
নিউ পি. সি. জুয়েলার্স বিউটি — মতিগঞ্জ, হাটখোলা, বনগাঁ, উত্তর ২৪ পরগনা

এন পি.সি. অপটিক্যাল

এখানে সু-চিকিৎসকের পরামর্শে কম্পিউটার দ্বারা চক্ষু পরীক্ষা করা হয়। আধুনিক মানের চশমার ফ্রেম, গ্লাস ও লেন্সের বিশাল সম্ভার।

বাটার মোড়, (কুমুদিনী স্কুলের বিপরীতে), বনগাঁ

Future India Logistics
WE CARRY YOUR TRUST
Tapabrata Sen
Proprietor
F LOGISTICS
7501855980 / 7001727350
futureindialogistics@yahoo.com
Subhasnagar, Bongaon
North 24 pgs, PIN- 743235
TRANSPORT SHIPPING & LOGISTICS SOLUTIONS

COMPUTER & PRINTER REPAIRING
যত্ন সহকারে সামনে বসে কাজ করা হয়
কার্টিজ রিফিল করা হয়।

UNICORN
Mob. : 9734300733
অফিস ঃ কোর্ট রোড, লোটাস মার্কেট, বনগাঁ, উঃ ২৪ পরঃ

Arup Kumar Nath
Customs Clearing & Forwarding Agent
: 03215-245 718
9475399888
8768010885
: absenterprise43@gmail.com
absenterprise43@yahoo.com
A.B.S. ENTERPRISE
Hazi Market (1st Floor) ● PETRAPOLE ● BONGAON ● NORTH 24 PARGANAS

Printer, Publisher & Owner **Utpal Mallick**, Published at Kalupur (Uttarpara, P.O.- Kalupur, P.S.- Bongaon, Dist.- North 24 Parganas, W.B. PIN- 743235 and Printed at KUMAR PRESS at Tawbazar, Bongaon, North 24 Parganas, W.B., PIN- 743235 - **9232633899 / 9647791986 / 7076271952**
e-mail.- sarbabhauma@gmail.com, Web- https://www.sarbabhaumasamachar.in **Sub- Editor- Haridas Golder** **Editor- Utpal Mallick**